দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 06 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

ছাত্রদলের পর ছাত্রলীগ মিছিল করেছে

উপাচার্যের হস্তক্ষেপে ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ এড়ানো গেছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়ানো গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর পাল্টাপাল্টিতে গতকাল ক্যাম্পাস বেশ উত্তপ্ত ছিল। যেকোন সময় অঘটন ঘটে যাবার ভয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতংকিত ছিল। তবে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে ছাত্রনেতৃবৃন্দের যে বৈঠক ছিল তা না হতে পারায় ক্যাম্পাসে গতকাল উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। তার ওপর ছাত্র সংগঠনগুলো মিছিল থেকে আক্রমণাত্মক শ্লোগান ক্যাম্পাস পরিস্থিতিকে আরো অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা প্রক্টরকে

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৪

ক্যাম্পাস ঃ সংঘর্ষ এড়ানো গেছে

(১ম পাতার পর)

নিয়ে মধুর কেন্টিনে আসেন। এখানে তিনি ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-অ)সহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেন। এ সময় ছাত্রদল নেতা ও ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবির খোকন, ছাত্রলীগ সভাপতি শাহে আলমসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতা কামাল হোসেন, শফি আহমেদ, নূর আহমেদ বকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য ছাত্রনেতাদের বলেন, প্রথমে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল মিছিল করবে। তারা মিছিল করে পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী প্রেসক্লাব অভিমুখে ক্যাম্পাস ত্যাগ করার পর ছাত্রলীগ (শা-অ) তাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী মিছিল ও সমাবেশ করবে। ছাত্র সংগঠনগুলো উপাচার্যের আবেদন মেনে নেয়। ফলে উত্তপ্ত থাকলেও ক্যাম্পাসে কোন অঘটন ঘটেনি।

সকাল ১১টায় ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। ডাঃ মিলন হত্যাকারী ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে ছাত্রদল মিছিল করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে ১১টা ২৫ মিনিটে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে যায়। সেখান থেকে মিছিল করে। ছাত্রদল প্রেসক্লাবের সামনে এসে সমাবেশ করে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।

ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদলের মিছিলটি বেরিয়ে যাবার পর পর ছাত্রলীগ (শা-অ) মিছিল বের করে। জামাত নেতা গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিষ্কার, মতিউর রহমান নিজামী কর্তৃক দায়েরকৃত ৯ জন ছাত্রনেতার নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ নেতাদের মুক্তির দাবীতে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে। সমাবেশে শাহে আলম, অসীম কুমার উকিল, গোলাম মোস্তফা সুজন ও কামরুজ্জামান আনসারী বক্তব্য রাখেন।

এ সময় ক্যাম্পাসে জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ (না-শ), ছাত্রঐক্য সমিতি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট মিছিল এবং সমাবেশ করে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট অবশ্য ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জরুরী ভিত্তিতে পুনঃনির্মাণ ও মেরামত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের দাবীতে দাবী দিবসের কর্মসূচী পালন করেছে। পরে ফ্রন্টের একটি প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

১১ই জুন সংসদে স্মারকলিপি পেশ

ছাত্রলীগ (শা-অ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এবং বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী পৃথক পৃথক দাবীতে আগামী ১১ই জুন জাতীয় সংসদ অভিমুখে মিছিল এবং সংসদের স্পীকার, সংসদনেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করবে।